কালের কণ্ঠ

তারিখ ২5 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে জট খুলছে না শিগগির

শরীফুল আলম সুমন ▷

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে অচলাবস্থা কাটছে না সহসা। আইন সংশোধনের গেজেট প্রকাশ হলেও পরিপত্র তৈরিতে চলছে নানা জটিলতা। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, নতুন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগ শুরু করতে আরো কিছুটা সময় লাগবে। আর তখন নতুন-পুরনো মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চার লাখ উত্তীর্ণের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগ হবে নতুন চাহিদা পর্যালোচনায়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব রুহী রহমান (মাধ্যমিক-১) কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দুটি কারণে মূলত শিক্ষক নিয়োগ শুরু করা যাচ্ছে না। মেধাতালিকা এখনো তৈরি হয়নি, আর শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব দুজনেই দেশের বাইরে ছিলেন। এখনো সচিব দেশের বাইরে আছেন। তবে মেধাতালিকা তৈরির কাজ চলছে।' সব মিলিয়ে চলতি মাসে পরিপত্র জারি করে শিক্ষক নিয়োগ শুরু করার সম্ভাবনা নেই। আগামী মাসের প্রথম দিকে আমরা পরিপত্র জারি করতে পারব বলে আশা করছি।'

সূত্র জানায়, গত ২২ অক্টোবরের পর থেকে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। এ-সংক্রান্ত পরিপত্র জারি হয়েছে ১১ নভেম্বর। এখন নতুনভাবে নিয়োগ শুরু করতে আরেকটি পরিপত্র জারি করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান দেশের বাইরে থাকায় এ বিষয়ে অগ্রগতি ঘটেনি। মন্ত্রী দেশে ফিরলেও সচিব ফিরবেন ২৭ নভেম্বর। আর সচিব ২৯ নভেম্বরের পরই অবসরোত্তর ছুটিতে যাবেন বলে জানা গেছে। এরপর নতুন সচিবের পুরো ব্যাপারটি বুঝতে কিছুটা সময় লেগে যাবে।

শিক্ষক নিয়োগের সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী, জেলা শিক্ষা অফিসাররা সংশ্লিষ্ট জেলাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পদ ও বিষয়ভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা পাঠাবেন। এর ভিত্তিতেই তৈরি করতে হবে মেধাতালিকা। কিন্তু চলতি বছরের শূন্যপদের সংখ্যা এখনো নিরূপণ করা হয়নি। এ পরিস্থিতিতে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক সংকট চরমে উঠেছে। চাকরিপ্রার্থীরাও রয়েছেন দুশ্চিন্তায়। শিক্ষক নিয়োগে ইতিমধ্যে দ্বাদশ নিবন্ধন পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আর আগের ১১টি নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় চার লাখ প্রার্থী রয়েছেন অপেক্ষমাণ। আগে নিবন্ধনের মেয়াদ আজীবন থাকলেও হঠাৎ করেই এ মেয়াদ তিন বছর করা হয়েছে। এ নিয়ে অনেকটা বিভ্রান্তি ও অসন্তুষ্টি রয়েছে।

যুগ্ম সচিব রুহী রহমান বলেন, 'পুরনোদের তিন বছরের ক্ষণ গণনা এখনো শুরু হয়নি। তাই তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই। যেদিন নতুন পরিপত্র জারি করা হবে সেদিন থেকেই তাঁরা তিন বছর সময় পাবেন। তবে নতুন একটা পদ্ধতি হলে কিছুটা সিস্টেম লস হয়। এতে কেউ না কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী স্কুল পরিচালনা কমিটির হাতে আর কোনো নিয়োগের সুযোগ নেই। এখন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) চাহিদা অনুযায়ী মেধাতালিকা থেকে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করবেন। সেই হিসাবে দ্বাদশ নিবন্ধনে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়েই নতুন মেধাতালিকা করা হবে। আর পুরনোদের নিয়ে আরেকটি মেধাতালিকা করা হবে। দুই তালিকারই মেয়াদ হবে তিন বছর। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুই তালিকার যেকোনো একটি থেকেই নিয়োগ দিতে পারবে। পুরনোদের মেয়াদ শেষ হলে তখন থেকে একটি মেধাতালিকাই থাকবে। এসব বিষয় নিয়েই শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন পরিপত্র তৈরির কাজ করছে বলে জানা গেছে। প্রতিবছর সাধারণত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় সারা দেশে ২৫ থেকে ৩৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হয়। সর্বশেষ দ্বাদশ নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রায় ৪৮ হাজার প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন, আর আগের উত্তীর্ণ রয়েছেন প্রায় চার লাখ।